প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলি

রোমীয়দের কাছে পত্র

১ আমি পল, খ্রীষ্টযীশুর দাস, প্রেরিতদূত হতে আহূত। আমাকে ঈশ্বরের সুসমাচারের উদ্দেশে
স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে, ২ যে সুসমাচার দেবেন বলে ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রবাণীতে তাঁর নবীদের মধ্য
দিয়ে আগে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। ৩ এই সুসমাচার তাঁর আপন পুত্রেরই বিষয়ে, যিনি মাংস
অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত, ৪ পবিত্রতার আত্মা অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মধ্য
দিয়ে সপরাক্রমেই ঈশ্বরের পুত্র বলে নিযুক্ত,—৫ তিনি আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা
আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের
বাধ্যতার কাছে চালিত করি; ৬ তাদের মধ্যে তোমরাও আছ, যারা যীশুখ্রীষ্টেরই হবার জন্য আহূত।
৭ রোমে ঈশ্বরের প্রিয়জন যারা, পবিত্রজন হতে আহূত যারা, তোমাদের সকলের সমীপে: আমাদের
পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি ও প্রার্থনা

৮ প্রথমে আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ
তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। ৯ তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি
নিজের আত্মায় যাঁর আরাধনা করে থাকি, সেই ঈশ্বর নিজেই আমার সাক্ষী যে, আমার প্রার্থনাকালে
আমি তোমাদের কথা নিরন্তর স্মরণে রাখি, ১০ সবসময় যাচনা করে থাকি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি
কোন প্রকারে তোমাদের কাছে যেতে অবশেষে সুযোগ পেতে পারি। ১১ কেননা তোমাদের দেখতে
আমি বড়ই আকাঙ্ক্ষী, যাতে এমন আত্মিক অনুগ্রহদান তোমাদের প্রদান করতে পারি যেন তোমরা
সুস্থির হয়ে উঠতে পার; ১২ এমনকি, তোমাদের ও আমার যে পারস্পরিক বিশ্বাস আছে, তা দ্বারা
তোমাদের মধ্যে আমি নিজেও যেন তোমাদের সঙ্গে দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে পারি। ১৩ ভাই, আমি চাই
না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, যদিও এতক্ষণে বাধা পেয়েছি, তবু আমি তোমাদের কাছে
আসবার জন্য বারবার সঙ্কল্প নিয়েছি, বিজাতীয় অন্য সকল মানুষের মধ্যে যেমন ফল পেয়েছি,
তেমনি তোমাদের মধ্যেও যেন কোন ফল পেতে পারি। ১৪ হ্যাঁ, আমি গ্রীক ও ভিনভাষীদের কাছে,
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের কাছে—সকলেরই কাছে আমি ঋণী; ১৫ সেইজন্য আমার পক্ষ থেকে আমি
রোম-নিবাসী তোমাদেরও কাছে সুসমাচার প্রচার করতে আগ্রহী।

ঈশ্বরের ধর্মময়তা

১৬ কেননা সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক—
যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম, ১৭ কারণ
সুসমাচারেই প্রকাশিত আছে ঈশ্বরের ধর্মময়তা যা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমনটি লেখা
আছে: *বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।*

বিজাতীয়দের পাপ

১৮ বাস্তবিকই, যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই

মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে, [১৯] কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে,
তা তাদের কাছে প্রকাশ্য, যেহেতু ঈশ্বর নিজে তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন: [২০] তাঁর অদৃশ্য
গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর
নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে; ফলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত সেই মানুষদের কিছু নেই,
[২১] কারণ ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি;
বরং তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে। [২২]
নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, [২৩] এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল
মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে। [২৪]
এজন্য ঈশ্বর তাদের নিজেদের মনের নানা অভিলাষ অনুসারে এমন অশুচিতার হাতে তাদের ছেড়ে
দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই নিজেদের দেহের অসম্মান ঘটায়, [২৫] কারণ তারা ঈশ্বরের সত্যকে
মিথ্যার সঙ্গে বিনিময় করেছে, এবং সৃষ্টবস্তুকেই পূজা ও আরাধনা করেছে—সেই সৃষ্টিকর্তাকে নয়,
যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।
[২৬] তাই ঈশ্বর জঘন্য রিপুর হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন: তাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃতিক যৌন
সম্পর্ককে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে বিনিময় করেছে; [২৭] তেমনিভাবে পুরুষেরাও প্রাকৃতিক
নারী-সম্পর্ক ত্যাগ করে একে অপরের কামনায় জ্বলে পুড়েছে—পুরুষে পুরুষে তারা কুৎসিত কর্ম
সাধন করেছে, ফলে নিজেরাই নিজেদের ভ্রান্তির যোগ্য প্রতিফল পেয়েছে। [২৮] আর যেহেতু তারা
নিজেদের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি, সেজন্য ঈশ্বর ভ্রষ্ট মনের হাতেই তাদের
ছেড়ে দিয়েছেন; ফলে যা অনুচিত, তারা তা-ই করে থাকে। [২৯] তারা সব রকম অধর্ম, দুষ্টতা,
লোলুপতা ও শঠতায় পরিপূর্ণ; হিংসা, নরহত্যা, বিবাদ, ছলনা ও অনিষ্ট কামনায় ভরা; তারা
পরনিন্দুক, [৩০] পরচর্চা-প্রিয়, ঈশ্বরের শত্রু, উদ্ধত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, অপকর্মে মেধাবী, [৩১]
পিতামাতার অবাধ্য, নির্বোধ, অবিশ্বস্ত, হৃদয়হীন, মমতাহীন। [৩২] তারা ঈশ্বরের সেই বিচার জানেই
বটে, যা অনুসারে যারা তেমন কাজ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য, কিন্তু তবু তারা সেইসব করতে
থাকে; আর শুধু তা নয়, যারা সেইসব করে, তাদের সমর্থনও তারা করে।

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার

২ সুতরাং, হে মানুষ, তুমি যেই হও না কেন, যদি বিচার কর, তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত
তোমার আর কিছু নেই; কারণ পরের বিচার করে তুমি নিজেকেই দোষী করে থাক; কেননা যাদের
বিচার করছ, তুমি তাদেরই মত সেইসব করে থাক। [২] অথচ আমরা জানি, যারা তেমন কাজ করে,
তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যসম্মত। [৩] হে মানুষ, যারা তেমন কাজ করে, তুমি যখন তাদের
বিচার করে থাক ও সেইসঙ্গে নিজেও তেমন কাজ করে থাক, তখন তুমি কি ভাবছ, তুমি ঈশ্বরের
বিচার এড়াবে? [৪] না কি তাঁর মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ করে তুমি বুঝে উঠতে পার
না যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? [৫] কিন্তু তোমার জেদ
ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের
ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ: [৬] *তিনি তো প্রত্যেক
মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন:* [৭] যারা সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও

অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে, তাদের জন্য থাকবে অনন্ত জীবন; ৮ কিন্তু যারা ঈর্ষাভরে সত্যের প্রতি
অবাধ্য ও অধর্মের প্রতি বাধ্য, তাদের উপরে ক্রোধ ও রোষ নেমে আসবে। ৯ প্রথমে ইহুদী,
তারপরে গ্রীক—যে কেউ অপকর্ম করে, তেমন মানুষের উপরে ক্লেশ ও মর্মযন্ত্রণা নেমে আসবে। ১০
কিন্তু প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ সৎকর্ম করে, তার উপর নেমে আসবে গৌরব, সম্মান
ও শান্তি। ১১ কেননা ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই। ১২ যত মানুষ বিধানবিহীন অবস্থায় পাপ করেছে,
বিধানবিহীন অবস্থায় তাদের বিনাশ হবে; আর বিধানের অধীনে থেকে যত মানুষ পাপ করেছে,
বিধান দ্বারাই তাদের বিচার করা হবে। ১৩ কারণ যারা বিধান কানে শোনে, তারা যে ঈশ্বরের কাছে
ধর্মময় এমন নয়; যারা বিধান পালন করে, তাদেরই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হবে। ১৪ তাই যে
বিজাতীয়রা কোন বিধান পায়নি, তারা যখন সহজাত বিচারবোধ দ্বারা বিধান অনুসারে আচরণ
করে, তখন বিধান না পাওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেরাই নিজেদের বিধান হয়ে ওঠে। ১৫ তারা দেখায়
যে, বিধান যা যা দাবি করে, তা তাদের হৃদয়ে খোদাই করে লেখা আছে; তাদের বিবেকও একই
বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, এবং একই প্রকারে তাদের নিজেদের চিন্তা-ধারণাই হয় তাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়,
না হয় তাদের পক্ষ সমর্থন করে। ১৬ তেমনি ঘটবে সেই দিনে, যেদিন ঈশ্বর—আমার সুসমাচারের
কথা অনুসারে—যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা মানুষের গোপন সবকিছু বিচার করবেন।

ইস্রায়েলের অবাধ্যতা

১৭ আচ্ছা, তুমি যদি নিজেকে ইহুদী বলে অভিহিত কর, বিধানের উপর ভরসা রাখ, ঈশ্বরে গর্ব
করে থাক, ১৮ ও বিধানের শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা জান ও যা কিছু শ্রেয় তা নির্ণয়
করতে পার, ১৯ এবং নিশ্চিত আছ যে, তুমিই অন্ধদের পথপ্রদর্শক, ও যারা অন্ধকারে বসে আছে
তুমিই তাদের আলো, ২০ তুমিই বুদ্ধিহীনদের গুরু ও সরলদের শিক্ষক কারণ বিধানে তুমি জ্ঞান ও
সত্যের মূর্ত পরিচয় পেয়েছ, ২১ তাহলে তুমি যে পরকে শিক্ষা দিচ্ছ, কেনই বা নিজেকে শিক্ষা দাও
না? তুমি যে প্রচার করছ, চুরি করতে নেই, তুমি কি চুরি কর? ২২ তুমি যে বলছ, ব্যভিচার করা
নিষেধ, তুমি কি ব্যভিচার কর? তুমি যে প্রতিমাগুলো জঘন্যই মনে করছ, তুমি কি দেবালয়ের
সবকিছু লুট কর? ২৩ তুমি যে বিধানে গর্ব করছ, তুমি কি বিধান লঙ্ঘন করে ঈশ্বরকে উপেক্ষা কর?
২৪ বাস্তবিকই যেমনটি লেখা আছে, *তোমাদের কারণেই ঈশ্বরের নাম জাতিগুলির মধ্যে নিন্দার বস্তু
হচ্ছে!*

২৫ পরিচ্ছেদন তো ভাল জিনিস বটে—যদি তুমি বিধান পালন কর! কিন্তু তুমি যদি বিধান লঙ্ঘন
কর, তবে তোমার পরিচ্ছেদন নিয়ে তুমি অপরিচ্ছেদিতেরই মত। ২৬ সুতরাং অপরিচ্ছেদিত একটি
মানুষ যদি বিধানের বিধিনিয়ম পালন করে, তাহলে তার সেই অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়ও সে কি
পরিচ্ছেদিত মানুষ বলে পরিগণিত হবে না? ২৭ এমনকি, দৈহিক ভাবে অপরিচ্ছেদিত হয়েও যে কেউ
বিধান পালন করে, সে-ই তোমার বিচার করবে—তুমি যে বিধানের অক্ষর ও পরিচ্ছেদন নিয়ে ব্যস্ত
থাকা সত্ত্বেও বিধান লঙ্ঘন করছ। ২৮ কেননা বাইরে দেখতে যে ইহুদী, সে-ই যে ইহুদী এমন নয়,
এবং বাইরে দেখতে দেহেই যে পরিচ্ছেদন, সেটাই যে পরিচ্ছেদন এমন নয়। ২৯ সে-ই বরং ইহুদী,
অন্তরে যে ইহুদী; এবং সেটাই পরিচ্ছেদন, হৃদয়ের যে পরিচ্ছেদন—যা অক্ষরের নয়, আত্মারই
ব্যাপার! তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।

সার্বজনীন অবাধ্যতা

৩ তবে ইহুদী হওয়ায় কী লাভ? পরিচ্ছেদনের কী মূল্য? ২ তা মহান—সবদিক দিয়েই! প্রথমে এই
কারণে যে, তাদেরই হাতে ঈশ্বরের দৈববাণী সকল তুলে দেওয়া হয়েছে। ৩ তাদের কেউ কেউ যে
অবিশ্বস্ত হয়েছে, তাতে কী? তাদের অবিশ্বস্ততা কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা বাতিল করতে পারে? ৪ দূরের
কথা! একথাই বরং স্বীকার করা হোক যে, ঈশ্বর সত্যনিষ্ঠ, প্রতিটি মানুষ মিথ্যাচারী, যেমনটি লেখা
আছে, *তুমি যেন তোমার বাণীতে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হও, এবং তোমার বিচারালয়ে বিজয়ী হয়ে*
দাঁড়াতে পার। ৫ কিন্তু আমাদের অধর্মময়তা যদি ঈশ্বরের ধর্মময়তা স্পষ্ট করে তোলে, তবে কী
বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের উপর তাঁর ক্রোধ নামিয়ে আনেন, তখন—আমি তো মানুষেরই মত
কথা বলছি—তিনি কি ধর্মময় নন? ৬ দূরের কথা! কারণ তাহলে ঈশ্বর কেমন করেই বা জগতের
বিচার করবেন? ৭ কিন্তু আমার মিথ্যাচারিতায় যদি ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠা তাঁর গৌরবার্থে উপচে পড়ে,
তবে আমি কেনই বা এখনও পাপী বলে বিচারিত হচ্ছি? ৮ তবে কেনই বা আমরা বলব না, 'এসো,
অপকর্ম করি যেন উত্তম ফল ফলে', ঠিক যেভাবে নিন্দা করে কেউ কেউ বলে, আমরাই নাকি এমন
কথা বলে থাকি? তেমন লোকদের শাস্তি সত্যিই ন্যায্য! ৯ তবে কী? আমরাই কী শ্রেষ্ঠ? দূরের
কথা! কারণ আমরা একটু আগে ইহুদী বা গ্রীক সকলেরই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছি যে,
সকলেই পাপের অধীন, ১০ যেমনটি লেখা আছে:

ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই।

১১ *সুবুদ্ধিসম্পন্ন কেউ নেই, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ নেই।*

১২ *সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার;*
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।

১৩ *ওদের গলদেশ খোলা কবরেরই মত,*
ওদের জিহ্বা তোষামোদে পটু;
ওদের ঠোঁটের পিছনে কেউটের বিষ,

১৪ *ওদের মুখ অভিশাপে ও তিক্ততায় পূর্ণ,*

১৫ *ওদের পা রক্তপাতের দিকে ছুটতে ব্যস্ত,*

১৬ *ওরা যেই পথে যায়, সেখানে ধ্বংস ও বিনাশ,*

১৭ *শান্তির পথ ওরা জানে না;*

১৮ *ঈশ্বরভয় নেই ওদের চোখের সামনে।*

১৯ এখন তো আমরা জানি, বিধান যা কিছু বলে, তা তাদেরই জন্য বলে যারা বিধানের অধীন,
যেন প্রতিটি মুখ বন্ধ করা হয় ও সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরের বিচারের অধীনে আনা হয়। ২০ এজন্য
বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা কোন মানুষ তাঁর সম্মুখে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে না, কারণ বিধান দ্বারা
মানুষ কি কি পাপ, তা-ই মাত্র জানতে পারে।

ধর্মময়তা-লাভ বিশ্বাস থেকে আগত

২১ কিন্তু এখন বিধানের ভূমিকা বাদে ঈশ্বরের দেওয়া ধর্মময়তা প্রকাশিত হয়েছে, আর সেই
বিষয়ে বিধান ও নবীদের সাক্ষ্যও রয়েছে: ২২ ঈশ্বরের দেওয়া এই ধর্মময়তা যীশুখ্রীষ্টে স্থাপিত
বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের সকলেরই জন্য, যারা বিশ্বাস করে; আর কোন প্রভেদ নেই: ২৩ যেহেতু
সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, ২৪ কিন্তু তাঁরই অনুগ্রহে বিনামূল্যে
সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে খ্রীষ্টযীশুর সাধিত মুক্তিকর্ম দ্বারা। ২৫ তাঁর সেই রক্তদানে
তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন, যেন তিনি তাঁর আপন ধর্মময়তা
দেখাতে পারেন—কেননা প্রাচীনকালে ঈশ্বর পাপের প্রতি সহিষ্ণুতাই দেখিয়েছিলেন, ২৬ আর এখন,
এই বর্তমানকালে, তিনি তাঁর নিজের ধর্মময়তা দেখাচ্ছেন, যেন নিজেই ধর্মময় হয়ে থাকেন ও
তাকেও ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করতে পারেন যে যীশুতে-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত।

২৭ তবে আমাদের সেই গর্বের আর কী হল? তা দূর করে দেওয়া হয়েছে! কোন্ বিধান দ্বারা?
কর্মের বিধান দ্বারা? না; বিশ্বাসেরই বিধান দ্বারা। ২৮ কেননা আমাদের বিবেচনায় বিধানের আদিষ্ট
কর্ম ছাড়া বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। ২৯ হয় তো কি ঈশ্বর শুধু
ইহুদীদেরই ঈশ্বর? তিনি কি বিজাতীয়দেরও ঈশ্বর নন? নিশ্চয়ই তিনি বিজাতীয়দেরও ঈশ্বর! ৩০
কারণ ঈশ্বর এক, আর তিনি বিশ্বাসের ফলে পরিচ্ছেদিতদের, এবং বিশ্বাস দ্বারা অপরিচ্ছেদিতদের
ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন। ৩১ তবে আমরা কি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বিধান বাতিল করছি? দূরের
কথা! বরং বিধানকে তার আসল স্থানেই বসাচ্ছি।

সেই বিশ্বাসী আব্রাহাম

৪ তবে আমাদের পূর্বপুরুষ সেই আব্রাহামের বিষয়ে কী বলব? দৈহিক সূত্রে তিনি কিবা পেলেন? ২
কারণ তাঁকে যদি কর্মের খাতিরেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, তবে গর্ব করার মত তাঁর
কিছু আছে—তবু ঈশ্বরের সামনে নয়। ৩ আসলে শাস্ত্র কী বলে? *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন,*
এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল। ৪ যে কাজ করে, তার মজুরি তো তার পক্ষে
অনুগ্রহের বিষয় বলে নয়, প্রাপ্য বিষয়ই বলে পরিগণিত। ৫ কিন্তু যে কেউ কাজ না ক'রে বরং তাঁরই
উপরে বিশ্বাস রাখে যিনি ভক্তিহীনকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেন, তার এই বিশ্বাসই ধর্মময়তা বলে
গণ্য করা হয়। ৬ এই মর্মে দাউদও তাকে সুখী বলে ঘোষণা করেন, যার পক্ষে ঈশ্বর তার কাজের
কথা বাদেই ধর্মময়তা আরোপ করেন, যথা:

> ৭ *সুখী তারা, যাদের অন্যায় হরণ করা হল,*
> *আবৃত হল যাদের পাপ।*
>
> ৮ *সুখী সেই মানুষ, যার পাপ প্রভু গণ্য করেন না।*

৯ আচ্ছা, এই 'সুখী' শব্দটা কি পরিচ্ছেদিতদের বেলায় খাটে, না অপরিচ্ছেদিতদের বেলায়ও
খাটে? আমরা তো বলি, আব্রাহামের পক্ষে তাঁর বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হয়েছে। ১০ তবে
কোন্ অবস্থায় পরিগণিত হয়েছে? তাঁর পরিচ্ছেদিত অবস্থায় না অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়? পরিচ্ছেদিত
অবস্থায় নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিতই অবস্থায়। ১১ বাস্তবিকই তিনি যে পরিচ্ছেদনের প্রতীক-চিহ্ন
পেয়েছিলেন, তা সেই বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তার মুদ্রাঙ্কন হিসাবেই পেয়েছিলেন, সেই যে বিশ্বাস

তখনও তাঁর ছিল, যখন তিনি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় ছিলেন; উদ্দেশ্য এই, অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়
যারা বিশ্বাসী, তিনি যেন তাদের সকলের পিতা হন ও তাদেরও যেন ধর্মময় বলে গণ্য করা হয়; [১২]
আর একইসঙ্গে তিনি যেন পরিচ্ছেদিতদেরও পিতা হন; অর্থাৎ তাদেরও পিতা, যারা শুধুমাত্র
পরিচ্ছেদিত নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আমাদের পিতা আব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, তাঁর সেই
বিশ্বাসের পদচিহ্নে চলে যারা। [১৩] কারণ বিধান গুণে নয়, কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণেই
আব্রাহামের বা তাঁর বংশের প্রতি জগতের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। [১৪]
কেননা যারা বিধান অবলম্বন করে, তারাই যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে বিশ্বাস অর্থশূন্য, সেই
প্রতিশ্রুতিও বৃথাই হয়ে যায়। [১৫] বিধান তো ক্রোধ নামিয়ে আনে, কিন্তু যেখানে বিধান নেই, সেখানে
বিধান-লঙ্ঘনও নেই। [১৬] এজন্য প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস দ্বারা সাধিত, যেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুগ্রহ রূপেই
উপস্থিত হয় এবং এর ফলে যেন সেই প্রতিশ্রুতি সমস্ত বংশের পক্ষে অটল হয়, যারা বিধান
অবলম্বন করে কেবল তাদেরই পক্ষে নয়, কিন্তু যে বংশ আব্রাহামের বিশ্বাস থেকে নির্গত, তাদেরও
পক্ষে অটল থাকে। হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকলের পিতা,—[১৭] যেমন লেখা আছে, আমি তোমাকে
বহুজাতির পিতা করেছি—সেই ঈশ্বরেরই দৃষ্টিতে পিতা, যাঁর উপর তিনি বিশ্বাস রাখলেন, যিনি
মৃতদের জীবন দান করেন, এবং যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।

[১৮] আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন—
যেমনটি তাঁকে বলা হয়েছিল: *তোমার বংশ এরূপ হবে।* [১৯] আর যদিও তিনি তাঁর নিজের মৃতকল্প
শরীর—তাঁর বয়স তখন প্রায় একশ' বছর!—ও সারার গর্ভকেও মৃতকল্প টের পাচ্ছিলেন, তবু
বিশ্বাসে টলমান হননি। [২০] ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রকার অবিশ্বাস বা
সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন, [২১] তিনি
নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে। [২২]
এজন্যই *তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল।* [২৩] 'তাঁর পক্ষে পরিগণিত হল' কথাটা যে
কেবল তাঁর জন্য লেখা হয়েছে এমন নয়, [২৪] কিন্তু আমাদেরও জন্য,—এই আমাদেরও পক্ষে তা
পরিগণিত হবে, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থিত করেছেন, [২৫] সেই যে যীশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে
এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

ধর্মময়তা-প্রাপ্ত, পুনর্মিলিত ও পরিত্রাণকৃত মানুষ

৫ সুতরাং, বিশ্বাসগুণে ধর্মময় হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে
শান্তি ভোগ করি; [২] তাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি
যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি। [৩] শুধু তা নয়, কিন্তু
নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, [৪] আর নিষ্ঠা
যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; [৫] আর এই প্রত্যাশা তো ছলনা
করে না, কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে
আমাদের দেওয়া হয়েছে। [৬] কেননা আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে
ভক্তিহীনদের জন্য মরলেন। [৭] বস্তুত ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়, হয় তো এমন

কেউ থাকতে পারে, যে সৎমানুষের জন্যই মরতে সাহস করে। ৮ কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর
ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।
৯ সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে তাঁরই দ্বারা
পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। ১০ কেননা আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর
পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম, তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের
মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত! ১১ শুধু তাই নয়: যাঁর দ্বারা পুনর্মিলন পেয়ে
গেছি, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরে গর্ববোধও করে থাকি।

আদম ও যীশুখ্রীষ্ট

১২ সুতরাং যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল,
তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যেহেতু সকলেই পাপ করেছে। ১৩ বাস্তবিকই
বিধানের আগেও পাপ জগতে উপস্থিত ছিল; এবং বিধান না থাকলে যদিও পাপ গণ্য করা না যায়,
১৪ কিন্তু তবুও আদম থেকে মোশী পর্যন্ত মৃত্যু তাদের উপরেও রাজত্ব করল, যারা আদমের
আজ্ঞা-লঙ্ঘনের মত কোন পাপ করেনি; আদম তাঁরই পূর্বচ্ছবি, যাঁর আসার কথা ছিল। ১৫ কিন্তু
পতন যেমন, অনুগ্রহদানও তেমন—এমন তুলনা চলেই না! কেননা সেই একজনের অপরাধের
ফলে যখন বহুজন মৃত্যু ভোগ করল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সেই একজনমাত্র মানুষের—
যীশুখ্রীষ্টেরই—অনুগ্রহে দেওয়া দান বহুজনেরই প্রতি আরও বেশি উপচে পড়ল। ১৬ আরও, সেই
একজনের অপরাধ ও সেই দানের মধ্যেও তুলনা নেই; কেননা একটামাত্র অপরাধের ফলে বিচার
দণ্ডাজ্ঞা এনে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বহু অপরাধের ফলে অনুগ্রহদান ধর্মময়তা-লাভ এনে দিয়েছে।
১৭ কারণ সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন সেই একজন দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করল, তখন সেই
আর একজন দ্বারা—যীশুখ্রীষ্টই দ্বারা—যারা অনুগ্রহের ও ধর্মময়তা-দানের প্রাচুর্য পায়, তারা যে
জীবনে রাজত্ব করবে, তা আরও কতই না নিশ্চিত। ১৮ এক কথায়, যেমন একজনের অপরাধ সকল
মানুষের উপরে দণ্ডাজ্ঞা বর্ষণ করেছিল, তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর
জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে। ১৯ কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে
বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে
ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে। ২০ আর যখন বিধান এসে উপস্থিত হল, তখন পাপ বৃদ্ধি পেল;
কিন্তু যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল, ২১ যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে
পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে
পারে—আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা।

দীক্ষাস্নান—খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যু ও জীবন

৬ তবে কী বলব? অনুগ্রহ যেন বৃদ্ধি পায় এজন্য কি পাপে থাকব? ২ দূরের কথা! আমরা তো
পাপের কাছে মরেছি, তবে কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব? ৩ অথবা তোমরা কি জান
না যে, আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত
হয়েছি? ৪ সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি,
মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও

যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। ৫ কেননা আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের
তেমনি হবে। ৬ আমরা তো ভালই জানি যে, আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে
যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি। ৭ কেননা যার মৃত্যু হয়েছে, সে
পাপ থেকে [মুক্ত হয়ে] ধর্মময়তা-প্রাপ্ত হয়েছে। ৮ কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে,
তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। ৯ কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রীষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। ১০ বস্তুত
তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে
জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। ১১ একই প্রকারে, নিজেদের
সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

১২ সুতরাং পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের
বশীভূত হয়ে পড়বে; ১৩ তোমাদের নিজেদের অঙ্গগুলিকেও অধর্মের অস্ত্র হিসাবে পাপের কাছে
অর্পণ করো না, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসা জীবিত ব্যক্তি রূপে তোমরা ঈশ্বরের কাছেই
নিজেদের অর্পণ কর, এবং নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার অস্ত্র হিসাবে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ
কর। ১৪ কেননা পাপ তোমাদের উপর আর কর্তৃত্ব করবে না, কারণ তোমরা বিধানের অধীন নও,
অনুগ্রহেরই অধীন!

ধর্মময়তার সেবায় পাপমুক্ত মানুষ

১৫ তবে কী? যেহেতু আমরা বিধানের অধীন নই, অনুগ্রহেরই অধীন, সেজন্য কি পাপ করব?
দূরের কথা! ১৬ তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা যার কাছে বাধ্য হবার জন্য দাস হিসাবে
নিজেদের সঁপে দাও, যার প্রতি বাধ্য, তোমরা তারই দাস? হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, না হয়
ধর্মময়তাজনক বাধ্যতার দাস। ১৭ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কেননা তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে, কিন্তু
ধর্মশিক্ষার যে আদর্শে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তোমরা তার প্রতি হৃদয় দিয়ে বাধ্য হয়েছ; ১৮ আর
এভাবে পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা ধর্মময়তার সেবায় উত্তীর্ণ হয়েছ। ১৯ তোমাদের মাংসের
দুর্বলতার জন্য আমি মানুষের মত কথা বলছি; কারণ তোমরা যেমন আগে জঘন্য কর্মের লক্ষ্যে
নিজেদের অঙ্গগুলিকে অশুচিতা ও জঘন্য কর্মের কাছে দাস হিসাবে সঁপে দিয়েছিলে, তেমনি এখন
পবিত্রীকরণের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার কাছেই দাস হিসাবে সঁপে দাও। ২০
বাস্তবিকই যখন তোমরা পাপের দাস ছিলে, তখন ধর্মময়তার কাছে স্বাধীন ছিলে। ২১ কিন্তু তাতে
তোমরা কী ফল পেতে? এমন ফল যার কথা ভেবে এখন তোমরা লজ্জাবোধ করছ। আর আসলে
সেই সমস্ত ফলের শেষ পরিণাম মৃত্যু! ২২ কিন্তু এখন, পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের
সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন। ২৩ কারণ
পাপের মজুরি মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে অনন্ত জীবন।

খ্রীষ্টবিশ্বাসী বিধান থেকে মুক্ত

৭ তবে ভাই,—বিধানে দক্ষ মানুষদের কাছেই তো আমি কথা বলছি!—তোমরা কি একথা জান না
যে, মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই বিধান তার উপর কর্তৃত্ব করে? ২ কারণ যতদিন

স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই সধবা স্ত্রী বিধানের জোরে তার কাছে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু স্বামী
মরলে সে সেই বিধান থেকে মুক্ত যা তাকে স্বামীর কাছে আবদ্ধ রাখে। ৩ সুতরাং স্বামী জীবিত
থাকাকালে সে যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে ব্যভিচারিণী বলে অভিহিতা হয়; কিন্তু স্বামী মরলে সে
সেই বিধান থেকে মুক্তি পায়, অন্য পুরুষের হলেও সে ব্যভিচারিণী হবে না। ৪ একই প্রকারে, হে
আমার ভাই, খ্রীষ্টের দেহের মধ্য দিয়ে বিধানের কাছে তোমাদেরও মৃত্যু হয়েছে, যেন তোমরা
অন্যজনের হও—তাঁরই হও, যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, যেন আমরা
ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি। ৫ কেননা আমরা যখন মাংসের বশে ছিলাম, তখন পাপের
কামনা-বাসনা বিধানকে সুযোগ ক'রে মৃত্যুর উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করার জন্য আমাদের অঙ্গগুলিতে
সক্রিয় ছিল; ৬ কিন্তু এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার
কাছে মরেছি যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

বিধানের ভূমিকা

৭ তবে আমরা কী বলব? বিধান কি নিজেই পাপ? দূরের কথা! তবু আমি কেবল বিধানের মধ্য
দিয়েই জানতে পারলাম, পাপ কি; কেননা 'লোভ করো না', একথা যদি বিধান না বলত, তবে
লোভ কি, তা জানতে পারতাম না; ৮ কিন্তু পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার অন্তরে সব
রকম লোভ সক্রিয় করল। সত্যি, বিধান না থাকলে পাপ মৃত। ৯ আর আমি একসময় বিধান ছাড়াই
জীবিত ছিলাম, কিন্তু আজ্ঞা এলে পাপ জীবিত হয়ে উঠল ১০ আর আমি মরলাম; এবং যে আজ্ঞা
জীবনের উদ্দেশে ছিল, তা আমার মৃত্যুর উদ্দেশে কাজ করল। ১১ কেননা পাপ সুযোগ পেয়ে সেই
আজ্ঞা দ্বারা আমাকে ভোলাল আর সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার মৃত্যু ঘটাল। ১২ সুতরাং, বিধান পবিত্র,
এবং তার আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও মঙ্গলকর।

পাপের অধীনে মানুষের অবস্থা

১৩ তবে যা মঙ্গলকর, তা কি আমার পক্ষে মৃত্যু হল? দূরের কথা! পাপই বরং সেই রকম হল:
নিজেকে পাপ বলে প্রকাশ করার জন্য পাপ যা মঙ্গলকর, তা দ্বারাই আমার মৃত্যু ঘটাল, যেন আজ্ঞা
দ্বারা পাপ তার নিজের পূর্ণ পাপময়তায় প্রকাশিত হয়। ১৪ বস্তুত আমরা জানি, বিধান আত্মিক, কিন্তু
আমি মাংসময়, পাপের ক্রীতদাস। ১৫ আমি আমার নিজের আচরণ পর্যন্তও বুঝতে পারছি না;
কেননা আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই যে করি এমন নয়, বরং যা ঘৃণা করি, তা-ই করে বসি।
১৬ তাহলে আমি যা ইচ্ছা করি না, তা-ই যখন করি, তখন স্বীকার করি, বিধান মঙ্গলকর। ১৭ তবে
সেই কাজটা আমি নিজে আর করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা করে। ১৮ কেননা
আমি জানি, আমার মধ্যে—অর্থাৎ আমার মাংসে—মঙ্গল বাস করে এমন নয়; আমার অন্তরে
সদিচ্ছাই আছে বটে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই; ১৯ বাস্তবিকই আমি যা ইচ্ছা করি, সেই
মঙ্গলকর কাজ করি না; কিন্তু যা ইচ্ছা করি না, সেই মন্দই করে বসি। ২০ আচ্ছা, আমি যা ইচ্ছা করি
না, তা যদি করি, তাহলে আমি নিজে আর তা করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা
করে। ২১ এক কথায়, আমার মধ্যে আমি এই নিয়ম দেখতে পাচ্ছি: মঙ্গল সাধন করতে ইচ্ছা
করলেও মন্দতা আমার পাশাপাশি উপস্থিত। ২২ আর আসলে আন্তরিক মানুষ হিসাবে আমি ঈশ্বরের
বিধানে প্রীত; ২৩ কিন্তু আমার অঙ্গগুলিতে অন্য ধরনের এক বিধান দেখতে পাচ্ছি: তা আমার

মনের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে বিধান আমার অঙ্গগুলিতে রয়েছে, তা আমাকে
তার বন্দি করে ফেলে। [২৪] দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার
করবে? [২৫] ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারাই! এক কথায়, আমি মন দিয়ে ঈশ্বরের
বিধানের সেবা করি, কিন্তু রক্তমাংস দিয়ে পাপের বিধানের সেবা করি।

মুক্তি পবিত্র আত্মা দ্বারাই দেওয়া

৮ সুতরাং, যারা খ্রীষ্টযীশুতে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আর কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। [২] কেননা খ্রীষ্টযীশুতে
জীবনদায়ী সেই আত্মার বিধান পাপ ও মৃত্যুর বিধান থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে। [৩] কারণ
বিধান মাংসের কারণে শক্তিহীন হওয়ায় যা করতে পারেনি, ঈশ্বর তা করেছেন: তিনি পাপময়
মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের উপরে বিচার সম্পন্ন
করেছেন, [৪] যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা
মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি। [৫] কেননা মাংসের বশে থেকে মানুষ মাংসময় চিন্তার
দিকে আকৃষ্ট; কিন্তু আত্মার বশে থেকে মানুষ আত্মিক চিন্তার দিকেই আকৃষ্ট; [৬] আর মাংসের
আকর্ষণ মৃত্যুর দিকে, কিন্তু আত্মার আকর্ষণ জীবন ও শান্তিরই দিকে। [৭] বাস্তবিকই মাংসের গতি
ঈশ্বর-বিরোধী, যেহেতু তা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত নয়, আর আসলে তেমনটি হতেও পারে না।
[৮] না, মাংসের অধীনে থেকে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হতে পারে না। [৯] তোমরা কিন্তু মাংসের
অধীনে নয়, আত্মার অধীনেই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিজের আবাস
করেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রীষ্টের নয়। [১০] আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে
থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। [১১]
আর যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে
নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রীষ্টযীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি
তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও সঞ্জীবিত করে তুলবেন।

[১২] সুতরাং ভাই, আমরা ঋণী বটে, কিন্তু মাংসের কাছে নয় যে, মাংসময় ভাবে জীবনযাপন
করব; [১৩] কারণ যদি তোমরা মাংসময় ভাবে জীবনযাপন কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের মৃত্যু ঘটবে,
কিন্তু যদি আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটাও, তবে জীবন পাবে; [১৪] কেননা যারা ঈশ্বরের
আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। [১৫] বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি
যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা,
পিতা!' বলে ডেকে উঠি। [১৬] স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে,
আমরা ঈশ্বরের সন্তান। [১৭] আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের
উত্তরাধিকারী, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী—অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর
গৌরবেরও অংশীদার হই।

ভাবী গৌরব

[১৮] আসলে আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে,
তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। [১৯] বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা
নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; [২০] কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে

তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর
বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, [২১] সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময়
স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। [২২] কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে
আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; [২৩] শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে
থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে
আর্তনাদ করছি। [২৪] কারণ প্রত্যাশায় আমরা এর মধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা
দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন?
[২৫] আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায়
থাকি।

[২৬] একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ কীবা প্রার্থনা করা
উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের
হয়ে প্রার্থনা করেন। [২৭] আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী,
যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ রাখেন।

[২৮] আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই
তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, [২৯] কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি
তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন
বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। [৩০] আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন,
তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত
করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

ঈশ্বরের ভালবাসার উদ্দেশে স্তুতিগান

[৩১] তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে
আমাদের বিপক্ষে? [৩২] যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে
দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না? [৩৩] ঈশ্বরের মনোনীতজনদের
বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, [৩৪] তখন কেইবা অভিযোগ
উত্থাপন করবে? খ্রীষ্টযীশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান
পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন। [৩৫] তাই খ্রীষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে
কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব,
কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? [৩৬] যেমনটি লেখা আছে:

তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে;
আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য!

[৩৭] কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক
বিজয়ী হই, [৩৮] কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা
শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, [৩৯] কিংবা কোন
সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে

সক্ষম হবে না।

ইস্রায়েলকে মনোনয়ন ও তার পাপ

৯ আমি খ্রীষ্টে সত্যকথা বলছি, মিথ্যা বলছি না, আমার বিবেকও পবিত্র আত্মায় আমার পক্ষে সাক্ষ্য
দিচ্ছে যে, ২ আমার হৃদয়ে ভারী দুঃখ ও নিরন্তর বেদনা রয়েছে; ৩ আহা, নিজেই এই ভিক্ষা
রাখতাম, আমার ভাইদের খাতিরে—জন্মসূত্রে যারা আমার স্বজাতি, তাদের খাতিরে—আমি
নিজেই যেন বিনাশ-মানতের বস্তু হয়ে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই! ৪ তারা ইস্রায়েলীয়; সেই
দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি,
সব তাদেরই, ৫ তারাই কুলপতিদের বংশধর, মানবস্বরূপের দিক দিয়ে তাদেরই মধ্য থেকে আগত
সেই খ্রীষ্ট, যিনি সবার উপরে, ধন্য পরমেশ্বর, যুগে যুগান্তরে, আমেন।

৬ তথাপি, ঈশ্বরের বাণী যে ব্যর্থ হয়েছে এমন নয়; কারণ ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা
সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়; ৭ আরও, আব্রাহামের বংশের মানুষ যারা, তারা সকলেই যে সন্তান,
তাও নয়, কিন্তু *ইসায়াকেই তোমার নামে একটি বংশের উদ্ভব হবে।* ৮ তার অর্থ এ, যারা
রক্তমাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান এমন নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে
গণ্য হবে; ৯ কেননা প্রতিশ্রুতির প্রকৃত বাণী এ ছিল: *আমি বছরের এই সময়ে ফিরে আসব, তখন*
সারার একটি পুত্রসন্তান হবে। ১০ শুধু তাই নয়, সেই রেবেকাও রয়েছেন, যাঁর সন্তানদের পিতা মাত্র
একজন, আমাদের পিতৃপুরুষ সেই ইসায়াক: ১১ সেই সন্তানদের তখনও জন্ম হয়নি, তখনও তাঁরা
ভাল-মন্দ কিছু করেননি, এমন সময়—যেন মনোনয়ন অনুযায়ী ঈশ্বরের সঙ্কল্প স্থিতমূল থাকে, ১২
[অর্থাৎ, যেন] কর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং আহ্বান করেন যিনি তাঁর ইচ্ছারই ভিত্তিতে [সেই সঙ্কল্প
স্থিতমূল থাকে]—সেই রেবেকাকে বলা হয়েছিল, *জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে,* ১৩ যেমনটি
লেখা আছে: *আমি যাকোবকে ভালবেসেছি, কিন্তু এসৌকে ঘৃণা করেছি।*

১৪ তবে আমরা কী বলব? ঈশ্বর কি তাহলে অন্যায় করেন? দূরের কথা! ১৫ কারণ মোশীকে তিনি
বললেন, *আমি যাকে দয়া দেখাতে চাই, তাকেই দয়া দেখাব; ও যাকে করুণা দেখাতে চাই, তাকেই*
করুণা দেখাব। ১৬ এক কথায়, ব্যাপারটা মানুষের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার উপরে নয়, দয়া দেখান যিনি,
সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে; ১৭ কেননা শাস্ত্র ফারাওকে বলে: *আমি এজন্যই তোমাকে উন্নীত*
করেছি, যেন তোমাতে আমার পরাক্রম দেখাই, এবং সারা পৃথিবীতে যেন আমার নাম ঘোষণা করা
হয়। ১৮ এক কথায়: তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দয়া দেখান; আবার যাকে ইচ্ছা তার অন্তর কঠিন করে
তোলেন।

ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতা

১৯ কিন্তু তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: তবে তিনি আবার অসন্তুষ্ট কেন, যখন তাঁর ইচ্ছা
প্রতিরোধ করতে পারে এমন কেউ নেই? ২০ হে মানুষ, তুমিই বরং কে যে ঈশ্বরকে প্রতিবাদ করছ?
কুমোরের গড়া পাত্র কি কুমোরকে বলতে পারে, আমাকে কেন এভাবে গড়েছ? ২১ মাটির উপরে কি
কুমোরের এমন কোন অধিকার নেই যে, একই মাটির তাল থেকে সে একটা পাত্র বিশেষ ব্যবহারের
জন্য, ও একটা পাত্র সাধারণ ব্যবহারের জন্য গড়তে পারে? ২২ তবে নিজের ক্রোধ দেখাবার ইচ্ছায়
ও নিজের পরাক্রম জানাবার ইচ্ছায় ঈশ্বর যখন ক্রোধের এমন পাত্রগুলিকে অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে

সহ্য করেছেন যেগুলি এর মধ্যে বিনাশের জন্য প্রস্তুত ছিল, ২৩ এবং তেমনটি করেছেন যেন দয়ার
এমন পাত্রগুলির উপর তাঁর নিজের গৌরবের ঐশ্বর্য জ্ঞাত করতে পারেন, গৌরবের উদ্দেশেই
যেগুলি তিনি আগে থেকে প্রস্তুত করেছিলেন, তখন আমাদের কি বলার আছে? ২৪ হ্যাঁ, আমরাই এই
পাত্রগুলি; আমাদেরই তিনি আহ্বান করেছেন, ইহুদীদের মধ্য থেকে শুধু নয়, বিজাতীয়দেরও মধ্য
থেকে আমাদের আহ্বান করেছেন; ২৫ ঠিক যেমনটি হোসেয়া বলেন: *যে জনগণ আমার আপন*
জনগণ ছিল না, আমি তাদের আমার আপন জনগণ বলে ডাকব; আর যে প্রিয়তমা ছিল না, তাকে
আমার প্রিয়তমা বলে ডাকব। ২৬ *আর এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল,*
'তোমরা আমার আপন জনগণ নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।
২৭ আর ইস্রায়েলের বিষয়ে ইসাইয়া একথা ঘোষণা করেন: *ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা সমুদ্রের*
বালুকণার মত হয়েও তবু কেবল একটা অবশিষ্টাংশ পরিত্রাণ পাবে; ২৮ *কারণ প্রভু পৃথিবী জুড়ে*
নিজের বাণীর সিদ্ধি ঘটাবেন, সম্পূর্ণরূপে ও নির্দ্বিধায়ই তাই করবেন। ২৯ আবার ইসাইয়া যেমন
আগে থেকে বলেছিলেন, *সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য একটা বংশ অবশিষ্ট না রাখতেন,*
তবে আমরা সদোমের মত হতাম, ও গমোরার সদৃশ হতাম।
৩০ তবে আমরা কী বলব? সেই বিজাতীয়রা, যারা ধর্মময়তা পাবার জন্য চেষ্টা করছিল না,
তারাই ধর্মময়তা পেল: বিশ্বাস থেকেই আগত ধর্মময়তা পেল; ৩১ কিন্তু ইস্রায়েল ধর্মময়তা-দানকারী
এমন একটা বিধান পাবার জন্য চেষ্টা করেও সেই বিধানের নাগাল পায়নি। ৩২ এর কারণ কী?
কারণ তারা বিশ্বাসের মধ্য থেকে তা পাবার চেষ্টা করছিল না, কিন্তু মনে করছিল, কর্মের মধ্য
থেকেই তা পাবে। ৩৩ আসলে তারা সেই প্রস্তরেই হোঁচট খেয়েছে যা মানুষের হোঁচট ঘটায়, যেমন
লেখা আছে,

দেখ, আমি সিয়োনে এমন প্রস্তর স্থাপন করেছি যাতে লোকে হোঁচট খাবে,
এমন শৈল স্থাপন করেছি যা পদস্খলন ঘটাবে;
কিন্তু যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।

ইহুদী ও বিজাতীয়, সকলের প্রভু এক

১০ ভাই, আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা ও ঈশ্বরের কাছে আমার মিনতি তাদেরই খাতিরে, তারা
যেন পরিত্রাণ পেতে পারে। ২ তাদের পক্ষে আমি স্বীকার করি, ঈশ্বরের প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ
আছে, কিন্তু তা যথার্থ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয়। ৩ কেননা ঈশ্বরের ধর্মময়তা বুঝতে চেষ্টা না
করে বরং নিজেদেরই ধর্মময়তা স্থাপন করতে চেষ্টা করায় তারা ঈশ্বরের ধর্মময়তার বশে নিজেদের
বশীভূত করেনি; ৪ অথচ খ্রীষ্টই বিধানের লক্ষ্য, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন ধর্মময়তা লাভ
করতে পারে। ৫ বিধানজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে মোশী একথা বলেন, *যে মানুষ তা পালন করে, সে*
তাতে জীবন পাবে; ৬ কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে তিনি এ ধরনেরই কথা বলেন, *মনে মনে*
বলো না, কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? অর্থাৎ, খ্রীষ্টকে নামিয়ে আনবার জন্য কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? ৭
একথাও বলো না, *কে পাতালে নেমে যাবে?* অর্থাৎ, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে উঠিয়ে আনবার
জন্য কে পাতালে নেমে যাবে? ৮ আসলে শাস্ত্র কী বলে? *সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা*
তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে। অর্থাৎ, এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি; ৯

কেননা মুখে তুমি যদি যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। ১০ কেননা হৃদয়ে বিশ্বাস
করেই তো মানুষ লাভ করে ধর্মময়তা, আর মুখে তা স্বীকার করেই তো সে লাভ করে পরিত্রাণ। ১১
কেননা শাস্ত্র বলে, *যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না,* ১২ কারণ ইহুদী ও
গ্রীকের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, যেহেতু তিনিই সকলের প্রভু, আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের
সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। ১৩ বাস্তবিকই *যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।* ১৪ তবে
যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেনি, তারা কেমন করে তাঁকে ডাকবে? আর যাঁর কথা তারা কখনও
শোনেনি, কেমন করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে? আরও, প্রচারক না থাকলে, তারা কেমন করে
শুনবে? ১৫ আর প্রেরিত না হলে তারা কেমন করে প্রচার করবে? যেমনটি লেখা আছে, *আহা, কত
না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে!* ১৬ কিন্তু সকলেই যে সেই
শুভসংবাদে সাড়া দিয়েছে এমন নয়; ইসাইয়া যেমনটি বলেন, *প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস
রেখেছে?* ১৭ এক কথায়: বিশ্বাস প্রচারের উপর নির্ভর করে, আবার প্রচার খ্রীষ্টের বচন দ্বারাই
সাধিত। ১৮ কিন্তু আমি বলি: তবে তারা কি শুনতে পায়নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে!

সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন।

১৯ তবু আমি আবার বলি: ইস্রায়েল কি বুঝতে পারেনি? এবিষয়ে মোশী প্রথমে বলেন,

যে জাতি জাতি নয়,
আমি তেমন জাতির প্রতিই তোমাদের ঈর্ষাতুর করব;
মূর্খ এক জাতির প্রতি তোমাদের ক্ষুব্ধ করে তুলব।

২০ আর ইসাইয়া অধিক সাহসের সঙ্গে বলেন,

যারা আমার খোঁজ করত না,
তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি;
যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না,
তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।

২১ কিন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি বলেন, *আমি সারাদিন ধরে অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জনগণের
প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলাম।*

ইস্রায়েল ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত নয়

১১ তবে আমি বলি, ঈশ্বর কি তাঁর আপন জনগণকে পরিত্যাগ করেছেন? দূরের কথা! আমিও
একজন ইস্রায়েলীয়, আব্রাহাম-বংশের ও বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর মানুষ। ২ ঈশ্বর যে জনগণকে আগে
থেকেই জানতেন, তাদের পরিত্যাগ করেননি। নাকি, এলিয়ের কাহিনীতে শাস্ত্র যা বলে তোমরা কি
তা জান না? তিনি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে এই অভিযোগ রেখেছিলেন:

৩ *প্রভু, তারা তোমার নবীদের হত্যা করেছে,*
তোমার সমস্ত যজ্ঞবেদি উপড়ে ফেলে দিয়েছে;

আর আমি, একা আমিই অবশিষ্ট রইলাম,
আর তারা এখন আমার প্রাণ নেবার জন্য সচেষ্ট আছে।

৪ কিন্তু দৈববাণী তাঁকে কী উত্তর দেয়?

বায়ালের সামনে যারা নতজানু হয়নি,
এমন সাত হাজার মানুষকে আমি নিজের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি।

৫ তেমনি বর্তমানকালেও অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী। ৬ আর
সেটি যখন অনুগ্রহজনিত, তখন আদৌ কর্মজনিত হতে পারে না; নতুবা অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই
রইল না।

৭ তবে কী? ইস্রায়েল যা সন্ধান করছিল, তা পায়নি, কিন্তু সেই মনোনয়নের পাত্র যারা, কেবল
তারাই তা পেয়েছে; আর বাকি সকলের অন্তরকে কঠিন করা হয়েছে, ৮ যেমনটি লেখা আছে,

ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন:
এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না;
এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না—আজও পর্যন্ত!

৯ আর দাউদ বলেন:

ওদের ভোজনপাট ওদের জন্য ফাঁদ, ফাঁস ও স্খলন হোক;
হোক ওদের নিজেদের যোগ্য প্রতিফল।

১০ ওদের চোখ অন্ধ হোক ওরা যেন না দেখতে পায়,
ওদের পিঠ তুমি সবসময়ের মত কুব্জ করে রাখ।

১১ তবে আমি বলি, তারা কি হোঁচট খেয়েছে যেন তাদের শেষ পতন ঘটে? দূরের কথা! বরং
তাদের প্রায়-পতনের ফলে বিজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণ এসেছে, যেন তাদের অন্তরে ঈর্ষার ভাব
জেগে ওঠে। ১২ আচ্ছা, তাদের প্রায়-পতন যখন হল জগতের ঐশ্বর্য, ও তাদের কমতি হল
বিজাতীয়দের ঐশ্বর্য, তখন তাদের পূর্ণ বাড়তি আর কি না হবে!

১৩ তাই, হে বিজাতীয়রা, আমি তোমাদের একথা বলছি: বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত বলে
আমি আমার সেবাদায়িত্বের গৌরব প্রকাশ করি, ১৪ এই আশায় যে, আমার স্বজাতিদের অন্তরে কোন
প্রকার ঈর্ষার ভাব জাগিয়ে তুলে তাদের কারও কারও পরিত্রাণ সাধন করতে পারব। ১৫ কারণ
তাদের দূরে রাখাটা যখন হল জগতের পুনর্মিলন, তখন তাদের ফিরিয়ে নেওয়াটা মৃতদের মধ্য
থেকে পুনর্জীবন লাভ ছাড়া আর কীবা হতে পারবে?

১৬ প্রথমফসল যদি পবিত্র, তবে বাকি ময়দার তালও পবিত্র; শিকড়টা যদি পবিত্র, তবে
শাখাগুলোও পবিত্র। ১৭ কিন্তু কয়েকটা শাখা যদি ভেঙে ফেলা হয়ে থাকে, এবং তুমি বন্য
জলপাইগাছের চারা হলেও যদি সেগুলির সঙ্গে জোড়-কলম করে লাগিয়ে দেওয়া হয়ে থাক, যার
ফলে তুমি জলপাইগাছের শিকড়ের ও তার রসের অংশী হলে, ১৮ তবে সেই শাখাগুলির বিরুদ্ধে
তত গর্ব করো না; আর যদি গর্ব করতে চাও, তবে জেনে রাখ, তুমি শিকড় ধারণ করছ এমন নয়,
শিকড়টাই তোমাকে ধারণ করছে।

১৯ এতে তুমি বলবে, আমাকে যেন জোড়-কলম করে লাগানো হয়, এজন্যই শাখাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। ২০ ঠিক! সেগুলিকে অবিশ্বাসের জন্যই ভেঙে ফেলা হয়েছে, তুমি কিন্তু বিশ্বাসের জন্যই দাঁড়াতে পারছ। ২১ এই ব্যাপারে অহঙ্কারের ভাব এনো না, বরং ভয় কর, কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে রেহাই দেননি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন না। ২২ সুতরাং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও তাঁর কঠোরতা লক্ষ কর: যাদের পতন ঘটল, তাদের প্রতি কঠোরতা, এবং তোমার প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা—অবশ্য, যতদিন তুমি সেই মঙ্গলময়তায় নিষ্ঠাবান থাক। নতুবা তোমাকেও ছিন্ন করা হবে। ২৩ আর ওরা যদি নিজেদের অবিশ্বাসে না টিকে থাকে, তবে ওদেরও জোড়-কলম করে লাগানো হবে, কারণ ওদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। ২৪ বস্তুত যেটা প্রকৃতিগত ভাবে ছিল বন্য জলপাইগাছ, তা থেকে তোমাকে কেটে নিয়ে যখন প্রকৃতিগত ভাবে নয় এমন ভাবেই উত্তম গাছে জোড়-কলম করে লাগানো হয়েছে, তখন একথা আর কতই না নিশ্চিত যে, প্রকৃত শাখা হওয়ায় ওদের নিজেদের জলপাইগাছে জোড়-কলম করে লাগানো হবে।

ইস্রায়েলের পরিত্রাণ

২৫ ভাই, নিজেদের জ্ঞানী মনে করে পাছে তোমরা গর্ব কর, এজন্য আমি চাই না, এই রহস্যটা তোমাদের অজানা থাকবে: ইস্রায়েলের একটা অংশ কঠিনতার হাতে বসে রয়েছে যতদিন না বিজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ করে; ২৬ তখনই গোটা ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে; যেমনটি লেখা আছে:

সিয়োন থেকে নিস্তারকর্তা আসবেন;
তিনি যাকোব থেকে অভক্তি দূর করে দেবেন;

২৭ *এ-ই হবে তাদের পক্ষে আমার সন্ধি*
যখন আমি তাদের সমস্ত পাপ হরণ করব।

২৮ সুসমাচারের কথা ধরে নিলে, ওরা শত্রু—তোমাদের ভালোর খাতিরে; অপরদিকে মনোনয়নের কথা ধরে নিলে, ওরা প্রিয়জন—তাদের কুলপতিদেরই খাতিরে; ২৯ কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহদানগুলো ও তাঁর আহ্বান অপরিবর্তনশীল। ৩০ ফলে তোমরা যেমন আগে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে কিন্তু ওদের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে এখন দয়া পেয়েছ, ৩১ তেমনি এরাও এখন অবাধ্য হয়েছে যেন তোমাদের দয়া লাভের ফলে তারাও একসময় দয়া পেতে পারে। ৩২ বাস্তবিকই ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।

৩৩ আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ। ৩৪ আসলে *কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?* ৩৫ *আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?* ৩৬ কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

আত্মিক উপাসনা—আমাদের নব জীবন

১২ অতএব, ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা

নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো তোমাদের চেতনাপূর্ণ উপাসনা। ২ তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

৩ বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। ৪ কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, ৫ তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ৬ তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী, তখন তা যদি নবীয় অনুগ্রহদান হয়, তবে এসো, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখে নবী-ভূমিকা অনুশীলন করি; ৭ তা যদি সেবাকর্মের অনুগ্রহদান হয়, তবে সেই সেবাকর্মে নিবিষ্ট থাকি; তা যদি শিক্ষাদান হয়, তবে শিক্ষাদানে, ৮ তা যদি উপদেশ-দান হয়, তবে উপদেশ দানে নিবিষ্ট থাকি। যে দান করে, সে সরলভাবে, যার কর্তৃত্ব আছে, সে সযত্নে, যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক।

৯ ভালবাসা অকপট হোক: যা মন্দ তোমরা তা ঘৃণা কর, যা মঙ্গলকর তা আঁকড়ে ধরে থাক; ১০ পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। ১১ সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল। ১২ আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান থাক, ১৩ পবিত্রজনদের অভাবের সহভাগী হও, অতিথিসেবায় রত থাক। ১৪ যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিয়ো না; ১৫ যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। ১৬ তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও; অতি উঁচু বিষয়ে মন দিয়ো না, বরং সরল বিষয়ে মন নমিত কর; নিজেদের তত জ্ঞানী মনে করো না।

১৭ অন্যায়ের প্রতিদানে কারও অন্যায় করো না। *সকল মানুষের চোখে যা উত্তম, তোমরা তাই করতে সচেষ্ট থাক।* ১৮ সম্ভব হলে, যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাক। ১৯ প্রিয়জনেরা, কখনও প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, *প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু।* ২০ বরং *তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও। কেননা তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে।* ২১ অন্যায়ের কাছে পরাজয় মেনো না, কিন্তু সদাচরণ দ্বারা অন্যায় জয় কর।

কর্তৃপক্ষের প্রতি আচরণ

১৩ প্রত্যেকে যেন অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত হয়ে থাকে, কারণ ঈশ্বরের দেওয়া অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার নেই, আর যত অধিকার রয়েছে, সবগুলো ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত। ২ সুতরাং, যে কেউ অধিকারের বিরোধিতা করে, সে কিন্তু, ঈশ্বর যা নিয়োগ করেছেন, তারই বিরোধিতা করে; আর যারা তেমন বিরোধিতা করে, তারা নিজেদের উপরে শাস্তি ডেকে আনবে। ৩

কেননা যখন সৎকর্ম করা হয়, তখন নয়, কিন্তু যখন অসৎ কাজ করা হয়, তখনই শাসনকর্তাদের
ভয় করা হয়। আর তুমি কি কর্তৃপক্ষের কাউকে ভয় পেতে চাও না? সৎকাজ কর, করলে তাঁর কাছ
থেকে প্রশংসাই পাবে, ৪ কেননা তিনি তোমার ও তোমার কল্যাণের জন্যই ঈশ্বরের সেবক। কিন্তু
যদি অসৎ কাজ কর, তবে ভীত হও, কারণ তিনি এমনিই খড়্গ ধারণ করেন এমন নয়; বাস্তবিকই
তিনি ঈশ্বরের সেবক—যে অসৎ কাজ করে, তাকে যোগ্য প্রতিফল দেবার জন্য। ৫ সুতরাং কেবল
শাস্তির ভয়ে শুধু নয়, কিন্তু সদ্বিবেকের খাতিরেই অনুগত থাকা আবশ্যক। ৬ আর এই কারণেই তো
তোমরা করও দিয়ে থাক: তাঁরা ঈশ্বরের নিযুক্ত মানুষ, তাঁদের উপরে দেওয়া কাজই তাঁরা করে
যান। ৭ যার যা প্রাপ্য, তা তাকে দাও: যাঁকে কর দিতে হয়, তাঁকে কর দাও; যাঁকে শুল্ক দিতে হয়,
তাঁকে শুল্ক দাও; যাঁকে ভয় করতে হয়, তাঁকে ভয় কর; যাঁকে সম্মান করতে হয়, তাঁকে সম্মান
কর।

পারস্পরিক ভালবাসা

৮ পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ
পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। ৯ বাস্তবিকই তেমন আজ্ঞা যেমন, *ব্যভিচার
করো না, নরহত্যা করো না, চুরি করো না, লোভ করো না,* আর যে কোন আজ্ঞা থাকুক না কেন,
সেই সকল আজ্ঞা এই একটা বচনেই সঙ্কলিত হয়েছে: *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত
ভালবাস।* ১০ ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না; অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

আলোর সন্তানের মত আচরণ

১১ তাছাড়া, এখন কোন্ সময়, সে কথা তোমাদের তো জানাই আছে; এখন তো তোমাদের ঘুম
থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন; কেননা সেই যেদিন আমরা প্রথমে বিশ্বাস করেছিলাম, তখনকার চেয়ে
আমাদের পরিত্রাণ এখন কাছেই এসে গেছে। ১২ রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই
অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি। ১৩ এসো,
দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি: বেসামাল ভোজ-উৎসব বা মাতলামি নয়, যৌন
অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিবাদ বা ঈর্ষাও নয়; ১৪ তোমরা বরং স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্টকেই
পরিধান কর; মাংস ও তার যত কামনা-বাসনার চিন্তায় আর সময় ব্যয় করো না।

বিশ্বাসে দুর্বলদের প্রতি উদার মনোভাব

১৪ বিশ্বাসে যে দুর্বল, তাকে সাদরে গ্রহণ করে নাও; কিন্তু তার ব্যক্তিগত দুর্বল ধারণার বিচার
করো না। ২ বিশ্বাস ক্ষেত্রে একজন মনে করে, সে সবরকম খাবার খেতে পারে, কিন্তু যে দুর্বল, সে
শুধু শাক খায়। ৩ যে যা খায়, সে যেন, যে তা খায় না, তাকে অবজ্ঞা না করে; এবং যে যা খায় না,
সে যেন, যে যা খায়, তার বিচার না করে; কারণ ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ৪ তুমি কে যে
অপরের দাসের বিচার কর? সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকুক বা পড়ে যাক, তা তার প্রভুরই ব্যাপার; সে
কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তাকে সোজা করে দাঁড়িয়ে রাখার ক্ষমতা প্রভুর আছে।
৫ একজন একটা দিনের চেয়ে অন্য দিনকে অধিক পালনীয় বলে মনে করে; আর একজন সকল
দিনকে সমান মনে করে; তবু প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ ধারণায় দৃঢ়নিশ্চিত থাকে। ৬ দিনটা নিয়ে যে

ব্যস্ত, সে প্রভুর সম্মানার্থেই তাতে ব্যস্ত; যে খায়, সে প্রভুর সম্মানার্থেই খায়, কারণ সে ঈশ্বরের
উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি করে; এবং যে খায় না, সেও প্রভুর সম্মানার্থেই খায় না, সেও ঈশ্বরের
উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি করে। ৭ কেননা আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের
জন্য মরেও যাই না। ৮ যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই
মরি। সুতরাং জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। ৯ কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট মরলেন ও
পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন। ১০ তবে তুমি কেন
তোমার ভাইয়ের বিচার কর? কেনই বা তাকে অবজ্ঞা কর? আমাদের সকলকেই তো ঈশ্বরের
বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে! ১১ কেননা লেখা আছে:

আমার জীবনের দিব্যি—একথা বলছেন প্রভু—
প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে,
এবং প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার করবে।

১২ এক কথায়, আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে।

১৩ তাই এসো, আমরা পরস্পরকে আর বিচার না করি; বরং ভাইয়ের হোঁচট বা স্খলনের কারণ
না হওয়া, এ হোক তোমাদের বিচার-বিবেচনা। ১৪ আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চিত আছি:
কোন কিছুই প্রকৃতপক্ষে অশুচি নয়; কিন্তু যে যা অশুচি বলে মনে করে, তারই পক্ষে তা অশুচি। ১৫
তাহলে তোমার খাদ্যের ব্যাপারে যদি তোমার ভাইয়ের মনে আঘাত লাগে, তবে তুমি আর
ভালবাসার নিয়ম অনুসারে চলছ না। খ্রীষ্ট যার জন্য মরলেন, তোমার খাবার দ্বারা তার বিনাশের
কারণ হতে যেয়ো না। ১৬ সুতরাং যে মঙ্গল তোমরা ভোগ কর, তা যেন নিন্দার বিষয় না হয়। ১৭
কেননা ঈশ্বরের রাজ্য পানাহারের ব্যাপার নয়, বরং এমন ধর্মময়তা, শান্তি ও আনন্দ, যা পবিত্র
আত্মারই দান। ১৮ এভাবে যে খ্রীষ্টের সেবা করে, সে পায় ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও মানুষের স্বীকৃতি। ১৯
সুতরাং এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয় ও পরস্পরকে গেঁথে তোলে।
২০ খাদ্যের খাতিরে ঈশ্বরের কাজ ভেঙে ফেলো না! সব কিছুই শুচি বটে, কিন্তু যে যা খেলে হোঁচট
খায়, তার পক্ষে তা মন্দ। ২১ মাংস খাওয়াই হোক বা আঙুররস পান করাই হোক বা সেই যাই কিছু
হোক না কেন যার কারণে তোমার ভাই স্খলিত হয় বা দুর্বল হয়, তেমন কিছু থেকে নিজেকে সংযত
রাখাই উত্তম। ২২ তোমার যে বিশ্বাস আছে, তা নিজেরই জন্য ঈশ্বরের সামনে অক্ষুণ্ণ রাখ। সুখী সেই
জন, যে, যা সমর্থন করে, তাতে নিজের দণ্ডবিচার না করে। ২৩ কিন্তু যে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, সে
যদি খায়, তবে সে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে, কারণ তার কাজটা বিশ্বাসজনিত নয়; আর
যা কিছু বিশ্বাসজনিত নয়, তা পাপ।

১৫ আমাদের মধ্যে যারা বলবান, তাদের উচিত নিজেদের তুষ্ট করা নয়, কিন্তু দুর্বলদের দুর্বলতা
তাদের সঙ্গে বহন করা। ২ আমরা প্রত্যেকেই যেন মঙ্গল সাধনেই প্রতিবেশীকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট
থাকি, যেন পরস্পরকে গেঁথে তুলতে পারি। ৩ বাস্তবিকই খ্রীষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি;
বরং যেমন লেখা আছে: *যারা তোমাকে অপবাদ দেয়, তাদের সেই অপবাদ আমার উপরেই এসে*
পড়েছে। ৪ কারণ আমাদের আগে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সবই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশেই লেখা
হয়েছে, শাস্ত্র যে নিষ্ঠা ও আশ্বাস জাগিয়ে তোলে, তা দ্বারা আমরা যেন আমাদের প্রত্যাশা উদ্দীপিত
করে রাখি। ৫ নিষ্ঠা ও আশ্বাস দানকারী ঈশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, যীশুখ্রীষ্টের আদর্শ

অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার, ৬ যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু
যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার। ৭ তাই ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা
পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রীষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন। ৮ কেননা আমার কথা
এ: খ্রীষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতার উদ্দেশেই, অর্থাৎ তিনি যেন
কুলপতিদের প্রতি উচ্চারিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন, ৯ এবং বিজাতীয়রাও যেন ঈশ্বরের
দয়ার জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করে; যেমনটি লেখা আছে: *এইজন্য আমি বিজাতীয়দের মধ্যে*
তোমার গৌরব স্বীকার করব, তোমার নামের উদ্দেশে স্তবগান করব। ১০ আরও: *বিজাতি সকল,*
তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে হর্ষধ্বনি তোল। ১১ আরও: *সকল বিজাতি, প্রভুর প্রশংসা কর, সকল*
জাতি তাঁর প্রশংসা করুক। ১২ আরও, ইসাইয়া বলেন, *যিনি যেসে বংশের শিকড়, তিনি আবির্ভূত*
হবেন; তিনিই জাতি-বিজাতির উপরে কর্তৃত্ব করতে উঠে দাঁড়াবেন; তাঁর উপরেই বিজাতীয়রা
প্রত্যাশা রাখবে। ১৩ প্রত্যাশা-দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস-যাত্রায় সমস্ত আনন্দ ও শান্তি দানে তোমাদের
পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে তোমরা প্রত্যাশায় ধনবান হও।

পলের সেবাকর্ম

১৪ হে আমার ভাইয়েরা, এবিষয়ে আমি নিজেও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, তোমরা নিজেরা মঙ্গলময়তায়
পূর্ণ, সমস্ত সদ্‌জ্ঞানে পরিপূর্ণ, ও পরস্পরকে চেতনাদানেও সক্ষম। ১৫ তথাপি আমি কয়েকটা বিষয়ে
যথেষ্ট সাহসের সঙ্গেই লিখেছি, কেমন যেন তোমাদের কাছে কিছু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য।
কারণটা হল সেই অনুগ্রহ যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে, ১৬ আমি যেন
বিজাতীয়দের কাছে খ্রীষ্টযীশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি,
যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। ১৭ বস্তুত এটিই ঈশ্বরের
সামনে খ্রীষ্টযীশুতে আমার গর্ব; ১৮ কেননা বাধ্যতার কাছে বিজাতীয়দের আনবার জন্য খ্রীষ্ট আমার
দ্বারা যা সাধন করেছেন, আমি কেবল সেই বিষয়েই কিছু কথা বলার সাহস করতে পারি: ১৯ তিনি
তো কাজে ও কথা-কর্মে, নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণের পরাক্রমে এবং আত্মার পরাক্রমে এমন
কিছু সাধন করলেন যে, যেরুসালেম থেকে ইল্লিরিকম পর্যন্ত চতুর্দিকেই আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার
প্রচারকর্ম সম্পন্ন করতে পেরেছি। ২০ এমনকি, এক্ষেত্রে আমার বিশেষ নিয়ম ছিল এ: খ্রীষ্ট-নাম
যেখানে কখনও পৌঁছেনি, এমন জায়গায়ই আমি যেন সুসমাচার প্রচার করি, পরের স্থাপিত ভিত্তির
উপরে যেন না গাঁথি; ২১ বরং যেমনটি লেখা আছে: *তাঁর সংবাদ যাদের দেওয়া হয়নি, তারা তাঁকে*
দেখতে পাবে; এবং যারা তাঁর বিষয়ে কিছু শোনেনি, তারা বুঝতে পারবে।

পলের নানা পরিকল্পনা

২২ ঠিক এই কারণে আমি তোমাদের কাছে যেতে অনেকবার বাধা পেয়েছি। ২৩ কিন্তু এখন এই
সমস্ত অঞ্চলে আমি আর কর্মক্ষেত্র না পাওয়ায় ও বহু বছর ধরে তোমাদের কাছে যেতে গভীর
আকাঙ্ক্ষা পোষণ করায়, ২৪ আমি আশা করি, স্পেনে যাওয়ার পথে তোমাদের ওইখানে গিয়ে
তোমাদের দেখতে পাব; এবং তোমাদের সঙ্গ যথেষ্টই ভোগ করার পর, সেই অঞ্চলে যাওয়ার পথে
তোমাদের সহায়তা লাভে ধন্য হব। ২৫ কিন্তু আপাতত যেরুসালেমের পবিত্রজনদের সেবার
উদ্দেশ্যে আমি সেখানেই যাচ্ছি; ২৬ কারণ মাকিদনিয়া ও আখাইয়ার মানুষেরা সহভাগিতা স্বরূপ

যেরুসালেমের অভাবী পবিত্রজনদের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছে। [২৭] তারা এমনটি চেয়েছে, কারণ তাদের কাছে তারা ঋণী, কেননা যখন বিজাতীয়রা আত্মিক সম্পদে তাদের সহভাগী হয়েছে, তখন এরাও তাদের পার্থিব অভাবে তাদের কাছে এক পবিত্র-সেবা-ঋণী। [২৮] সুতরাং একাজ সম্পন্ন করার পর এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফসল তাদের হাতে দেওয়ার পর আমি তোমাদের ওখান হয়ে স্পেনে রওনা হব। [২৯] আমি জানি, যখন তোমাদের কাছে এসে পৌঁছব, তখন খ্রীষ্টের আশীর্বাদের পূর্ণতায় আসব।

[৩০] ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দোহাই এবং আত্মার ভালবাসার দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করি: ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করে তোমরা আমার সংগ্রামে আমার পাশে দাঁড়াও, [৩১] যেন আমি যুদেয়ার অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাই, এবং যেরুসালেমের জন্য আমার যে সেবাদায়িত্ব, তা যেন পবিত্রজনদের গ্রহণীয় হয়। [৩২] তবেই, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, আমি তোমাদের কাছে মনের আনন্দেই যেতে পারব ও তোমাদের সঙ্গে থেকে প্রাণ জুড়িয়ে নিতে পারব। শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন।

প্রীতি-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

১৬ আমাদের বোন ফৈবে, যিনি কেংক্রেয়া মণ্ডলীর একজন ধর্মসেবিকা, তাঁর জন্য আমি তোমাদের কাছে সুপারিশ রাখছি: [২] তোমরা তাঁকে প্রভুতে—পবিত্রজনদের যথোচিত আচরণে—সাদরে গ্রহণ কর, এবং তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যা কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে, তাঁকে সাহায্য কর; তিনিও অনেককে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে আমিও একজন।

[৩] খ্রীষ্টযীশুতে আমার সহকর্মী প্রিস্কা ও আকুইলাকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; [৪] আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁরা নিজেদের মাথা বিপন্ন করেছিলেন; শুধু আমি নই, বিজাতীয়দের সকল মণ্ডলীও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ; [৫] তাঁদের বাড়িতে যারা সমবেত হয়, সেই জনমণ্ডলীকেও আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয় এপাইনেতসকেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও: খ্রীষ্টের উদ্দেশে তিনিই এশিয়ার প্রথমফল। [৬] যিনি তোমাদের জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন, সেই মারীয়াকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [৭] আমার জ্ঞাতিভাই ও কারাসঙ্গী আন্দ্রনিকস ও জুনিয়াসকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তাঁরা প্রেরিতদূতদের মধ্যে সুপরিচিত, ও আমার আগে খ্রীষ্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন। [৮] যিনি প্রভুতে আমার প্রিয়জন, সেই আম্প্লিয়াতুসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [৯] খ্রীষ্টে আমার সহকর্মী উর্বানুস ও আমার প্রিয় স্তাখিসকেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [১০] খ্রীষ্টের যোগ্য সেবক আপেল্লেসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আরিস্তবুলসের বাড়ির সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [১১] আমার জ্ঞাতিভাই হেরোদিওনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। নার্কিসুসের বাড়ির যে সকল মানুষ প্রভুতে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [১২] প্রভুর জন্য যাঁরা পরিশ্রম করে থাকেন, সেই ত্রিফাইনা ও ত্রিফোসাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয়তমা পের্সিসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তিনিও প্রভুর জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। [১৩] প্রভুর বিশিষ্ট সেবক রূফুসকে ও তাঁর মাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও—তিনি তো আমারও মা। [১৪] আসিংক্রিতস, ফ্লেগোন, হের্মেস, পাত্রবাস, হের্মাস এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। [১৫] ফিলোলগস ও জুলিয়াকে, নেরেউস ও তাঁর বোনকে এবং অলিম্পাসকে, এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা

জানাও। [১৬] তোমরা পবিত্র চুম্বনে একে অপরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রীষ্টের সকল জনমণ্ডলী
তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।
[১৭] ভাই, তোমাদের অনুরোধ করি: যে শিক্ষা পেয়েছ, তার বিরুদ্ধে যারা বিভেদ ও বাধা-বিঘ্ন
ঘটায়, তাদের চিনে রেখে তাদের কাছ থেকে দূরে থাক। [১৮] কেননা এই ধরনের মানুষেরা আমাদের
প্রভু খ্রীষ্টের প্রকৃত দাসের পরিচয় দেয় না, তারা নিজেদেরই পেটের দাস, এবং মিষ্টি কথা ব'লে ও
তোষামোদ ক'রে সরল মানুষদের মন ভোলায়। [১৯] তোমাদের বাধ্যতার কথা সকলের কাছে ছড়িয়ে
পড়েছে; তাই আমি তোমাদের জন্য আনন্দ করতে করতে এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে
প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক। [২০] শান্তিবিধাতা ঈশ্বর শীঘ্রই শয়তানকে তোমাদের
পায়ের নিচে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।
[২১] আমার সহকর্মী তিমথি ও আমার জ্ঞাতিভাই লুকিউস, যাসোন ও সোসিপাত্রস তোমাদের
প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। [২২] এই পত্রটির লিপিকার যে আমি—তের্সিউস—আমিও আপনাদের
প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। [২৩] আমার এবং সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যিনি নিজের বাড়িতে আজ আমাদের
আতিথেয়তা দান করছেন, সেই গাইউস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই শহরের
কোষাধ্যক্ষ এরাস্তস আর আমাদের ভাই কুয়ার্তুস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। [২৪]

স্তুতিবাদ

[২৫] যিনি তোমাদের সুস্থির করতে সক্ষম
আমার প্রচারিত সুসমাচার অনুসারে
ও যীশুখ্রীষ্টের বাণী-ঘোষণা অনুসারে,
সেই রহস্যেরই প্রকাশ অনুসারে,
যা অনাদিকাল থেকে অকথিত ছিল,
[২৬] কিন্তু এখন প্রকাশিত হয়েছে,
ও নবীদের পুস্তকগুলোর মাধ্যমে
সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে
সকল জাতির কাছে ঘোষিত হয়েছে
তারা যেন বিশ্বাসে বাধ্যতা স্বীকার করে,
[২৭] যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা
সেই অনন্য প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের গৌরব হোক
যুগে যুগান্তরে। আমেন।